অমর একুশে বইমেলা ২০২১

নীতিমালা ও নিয়মাবলি (সংশোধিত)

বাংলা একাডেমি, ঢাকা

অমর একুশে বইমেলা পরিচালনা কমিটি ২০২১

১. হাবীবুল্লাহ সিরাজী — সভাপতি
মহাপরিচালক, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

২. অধ্যাপক জীনাত ইমতিয়াজ আলী — সদস্য
সদস্য, নির্বাহী পরিষদ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

৩. এ কে এম গোলাম রব্বানী — সদস্য
প্রক্টর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

৪. জনাব এ এইচ এম লোকমান — সদস্য
সচিব, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

৫. রামেন্দু মজুমদার — সদস্য
সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, ২০/২, শহিদ মুনীর চৌধুরী সড়ক, ঢাকা

৬. বাহালুল মজনুন চুন্নু — সদস্য
সিন্ডিকেট সদস্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

৭. সুভাষ চন্দ্র সিংহ রায় — সদস্য
সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, ২/২, ৫ ডব্লিউ, ব্লক-বি, লালমাটিয়া, ঢাকা

৮. এনামুল করিম নির্ঝর — সদস্য
স্থপতি, বাড়ি-৩১, ইউনিট এ২, রোড-২০, ব্লক-কে, বনানী, ঢাকা

৯. অসীম কুমার দে — সদস্য
যুগ্মসচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

১০. জাফর রাজা চৌধুরী — সদস্য
রেজিস্ট্রার অব কপিরাইট (যুগ্মসচিব), আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা

১১. মিনার মনসুর — সদস্য
পরিচালক, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, ৫/সি বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, ঢাকা

১২. অপরেশ কুমার ব্যানার্জী — সদস্য
পরিচালক, জনসংযোগ, তথ্যপ্রযুক্তি ও প্রশিক্ষণ বিভাগ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

১৩. মো. হাসান কবীর — সদস্য
পরিচালক, গ্রন্থাগার বিভাগ, বাংলা একাডেমি

১৪. মো. মোবারক হোসেন — সদস্য
পরিচালক, গবেষণা, সংকলন এবং অভিধান ও বিশ্বকোষ বিভাগ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

১৫. কে. এম. মুজাহিদুল ইসলাম — সদস্য
পরিচালক, প্রশাসন, মানবসম্পদ উন্নয়ন ও পরিকল্পনা বিভাগ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

১৬. সমীর কুমার সরকার — সদস্য
পরিচালক, , ফোকলোর, জাদুঘর ও মহাফেজখানা বিভাগ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

১৭. নূরুন্নাহান খানম — সদস্য
পরিচালক, সংস্কৃতি, পত্রিকা ও মিলনায়তন বিভাগ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

১৮. মোহাম্মদ মিজানুর রহমান — সদস্য
পরিচালক, অনুবাদ, পাঠ্যপুস্তক ও আন্তর্জাতিক সংযোগ বিভাগ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

১৯. মো. সাজ্জাদুর রহমান — সদস্য
ডিসি (রমনা), ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, ঢাকা

২০. হারুন অর রশীদ — সদস্য
এডিসি (রমনা জোন), ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, ঢাকা

২১. ফরিদ আহমেদ — সদস্য
সভাপতি, বাংলাদেশ জ্ঞান ও সৃজনশীল প্রকাশক সমিতি, ঢাকা

২২. মো. মনিরুল হক — সদস্য
নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ জ্ঞান ও সৃজনশীল প্রকাশক সমিতি, ঢাকা

২৩. খান মাহবুবুল আলম — সদস্য
সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ জ্ঞান ও সৃজনশীল প্রকাশক সমিতি, ঢাকা

২৪. এ কে এম তারিকুল ইসলাম — সদস্য
পরিচালক (মেলা), বাংলাদেশ জ্ঞান ও সৃজনশীল প্রকাশক সমিতি, ঢাকা

২৫. মো. আরিফ হোসেন — সদস্য
সভাপতি, বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি, ঢাকা

২৬ ওসমান গনি — সদস্য
উপদেষ্টা, বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি, ঢাকা

২৭. শ্যামল পাল — সদস্য
সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি, ঢাকা

২৮. মাজহারুল ইসলাম — সদস্য
সভাপতি (রাজধানী শাখা), বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি, ঢাকা

২৯. মো. আফজাল হোসেন — সদস্য
উপপরিচালক, হিরবা উপবিভাগ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

৩০. এ কে এম কুতুবউদ্দিন — সদস্য
সহপরিচালক, বিক্রয় ও বিপণন উপবিভাগ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

৩১. সাহেদ মন্তাজ — সদস্য
সহপরিচালক, প্রশাসন উপবিভাগ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

৩২. মো. মামুন অর রশীদ — সদস্য
অফিসার-ইন-চার্জ, শাহবাগ থানা, শাহবাগ, ঢাকা

৩৩. জালাল আহমেদ — সদস্য-সচিব
পরিচালক, বিক্রয়, বিপণন ও পুনর্মুদ্রণ বিভাগ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

অমর একুশে বইমেলা ২০২১

নীতিমালা ও নিয়মাবলি (সংশোধিত)*

১. প্রস্তাবনা

বাংলা একাডেমি আয়োজিত অমর একুশে উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে 'অমর একুশে বইমেলা ২০২১' অনুষ্ঠিত হবে।

২. বইমেলা পরিচালনা কমিটি

বাংলা একাডেমি নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক গঠিত 'অমর একুশে বইমেলা পরিচালনা কমিটি ২০২১' বইমেলা পরিচালনা করবে। একাডেমির মহাপরিচালক কমিটির সভাপতি হবেন। তিনি প্রয়োজনে কমিটিতে সদস্য সহযোজন করতে পারবেন।

৩. বইমেলার স্থান ও পরিস্থিতি

৩.১ বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণ ও একাডেমি সংলগ্ন সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানের নির্ধারিত স্থানে অমর একুশে বইমেলা ২০২১ অনুষ্ঠিত হবে।

৩.২ বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে বইমেলা সরকার ঘোষিত বিধি মেনে অনুষ্ঠিত হবে। পরিস্থিতির অবনতি ঘটলে সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী বইমেলা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

৩.৩ বইমেলায় করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে বইমেলা পরিচালনা কমিটি ও বাংলা একাডেমি যেসব সিদ্ধান্ত/পরামর্শ প্রদান করবে সকলকে তা মেনে চলতে হবে।

৪. বইমেলার সময়

৪.১ বইমেলা ১৮ই মার্চ ২০২১ বৃহস্পতিবার থেকে ১৪ই এপ্রিল ২০২১ বুধবার পর্যন্ত চলবে।

৪.২ বইমেলা প্রতিদিন বেলা ৩:০০টা থেকে রাত ৯:০০টা; ছুটির দিন সকাল ১১:০০টা থেকে রাত ৯:০০টা [শুক্রবার বেলা ১:০০টা থেকে বেলা ৩:০০টা ও শনিবার বেলা ১:০০টা থেকে বেলা ২:০০টা পর্যন্ত বিরতি] পর্যন্ত খোলা থাকবে।

৫. বইমেলা উৎসর্গকরণ

৫.১ অমর একুশে বইমেলা ২০২১ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে উৎসর্গকৃত হবে।

৫.২ জাতির পিতার জন্মশতবর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে উৎসর্গকৃত বইমেলার সামগ্রিক সৌন্দর্য, বিন্যাস ও প্রকাশনায় বঙ্গবন্ধুর প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন এবং স্বাধীনতার চেতনা সমুন্নত রাখতে সংশ্লিষ্ট সকলকে সচেতন থাকতে হবে।

৫.৩ জাতির পিতার জন্মশতবর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে মেলার সামগ্রিক সৌন্দর্যের স্বার্থে বাংলা একাডেমি ও বইমেলা পরিচালনা কমিটি সময়ে সময়ে যেসব পরামর্শ/নির্দেশনা দিবে তা সকলকে মেনে চলতে হবে।

৬. বইমেলা উদ্বোধন

৬.১ ১৮ই মার্চ বৃহস্পতিবার অমর একুশে বইমেলা ২০২১ উদ্বোধন করা হবে।

৬.২ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অমর একুশে বইমেলা উদ্বোধন করবেন।

৭. বইমেলার প্রকৃতি

৭.১ অমর একুশে বইমেলায় অংশগ্রহণকারী প্রকাশকগণ কেবল বাংলাদেশে মুদ্রিত ও প্রকাশিত বাংলাদেশের লেখকদের মৌলিক/অনূদিত/সম্পাদিত/সংকলিত বই বিক্রি করতে পারবেন।

৭.২ অনুবাদের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারী প্রকাশকগণ বাংলাদেশে অনূদিত/প্রকাশিত বই বিক্রি করতে পারবেন, তবে মূল প্রকাশক/লেখকের অনুমতিপত্র থাকতে হবে।

৭.৩ বইমেলায় অংশগ্রহণকারী প্রকাশকগণ নোটবই, নোট, গাইড এবং পাইরেটকৃত বই সংরক্ষণ, প্রদর্শন বা বিক্রি করতে পারবেন না। এই ধরনের কোনো বই বইমেলার কোনো স্টলে পাওয়া গেলে উক্ত স্টল তাৎক্ষণিকভাবে বন্ধ করে দেয়া হবে এবং ঐ প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানকে পরবর্তী দুই বছরের জন্য কালো তালিকাভুক্ত করা হবে।

৭.৪ বইমেলায় অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান কেবল তাদের নিজেদের প্রকাশিত ও পরিবেশিত বই বিক্রি করবে; পরিবেশিত কোনো বই একের অধিক স্টলে থাকবে না।

৭.৫ বাংলাদেশ ও অন্য কোনো দেশের সঙ্গে যৌথভাবে প্রকাশিত বই প্রদর্শন বা বিক্রি করা যাবে না।

৮. বইয়ের স্টল

যেসব প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান/প্রকাশক স্টলের জন্য বইমেলা পরিচালনা কমিটি কর্তৃক বিবেচিত হবেন কেবল তাদের জন্য কমিটি নির্ধারিত সাইজের স্টল তৈরি করা হবে।

৯. স্টল বরাদ্দের বিজ্ঞাপন

বইয়ের স্টল বরাদ্দের জন্য ন্যূনতম ৪টি জাতীয় দৈনিক সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রচার করা হবে।

১০. আবেদন করার পদ্ধতি

১০.১ ক. অমর একুশে বইমেলা ২০২১-এ অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানকে একাডেমি অথবা একাডেমির ওয়েবসাইট থেকে আবেদনপত্র সংগ্রহ ও যথাযথভাবে পূরণ করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বইমেলা পরিচালনা কমিটির সদস্য-সচিবের নিকট জমা দিতে হবে অথবা আপলোড করতে হবে।

---

* অমর একুশে বইমেলা ২০২১ পরিচালনা কমিটির ২৮শে অক্টোবর ২০২০ তারিখের সভায় 'নীতিমালা ও নিয়মাবলি' অনুমোদিত হয়। করোনা পরিস্থিতিতে বইমেলা ১৮ই মার্চ থেকে শুরুর সিদ্ধান্ত হলে পরিচালনা কমিটির ২৮শে জানুয়ারি ২০২১-এর সভায় 'নীতিমালা ও নিয়মাবলি (সংশোধিত)' অনুমোদন লাভ করে।

খ. বইমেলা পরিচালনা কমিটি কর্তৃক নীতিমালার আলোকে আবেদনপত্র ও সংশ্লিষ্ট কাগজ/দলিল যথাযথভাবে বাছাই-যাচাই শেষে প্রকৃত প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানকে স্টল বরাদ্দের অনুমতি প্রদান করা হবে।

১০.২ ইতোমধ্যে আগ্রহপত্র জমা দিয়েছে এমন প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানসমূহ আবেদনপত্র ৩১শে জানুয়ারি থেকে ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ২০২১ পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল ১০:০০টা থেকে বিকেল ৫:০০টার মধ্যে বাংলা একাডেমির বিক্রয়, বিপণন ও পুনর্মুদ্রণ বিভাগ, ড. মুহম্মদ এনামুল হক ভবন, ঢাকা ১০০০ থেকে সংগ্রহ করতে হবে। আবেদনপত্রের সঙ্গে নীতিমালা ও নিয়মাবলি দেয়া হবে। একাডেমির www.ba21bookfair.com-এই ওয়েবসাইট থেকেও আবেদনপত্র সংগ্রহ ও আপলোড করা যাবে।

১০.৩ আবেদনপত্র জমা দেয়ার সময় আবেদনকারীকে স্টলের কাঠামো নির্মাণ ও আনুষঙ্গিক ব্যয়ের অংশ হিসেবে স্টল ভাড়ার অর্থ নগদ 'বাংলা একাডেমি অমর একুশে গ্রন্থমেলা' শীর্ষক সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর ০২০০০১৪০৪৯২৩১-এ জমা দিতে হবে। অর্থ জমা প্রদানের রসিদ অনলাইনে আপলোড ও একাডেমিতে ফটোকপি জমা দিতে হবে।

১০.৪ ক. স্টলের প্রতিটি গেটপাসের জন্য বাংলা একাডেমির কোষাধ্যক্ষের নিকট ১০০.০০ (একশত) টাকা জমা দিতে হবে এবং টাকা জমার রসিদ সংগ্রহ করে এক কপি স্ট্যাম্প সাইজের ছবি-সহ একাডেমির নিরাপত্তা কর্মকর্তার নিকট প্রদান করার পর গেটপাস ইস্যু করা হবে।

খ. নিরাপত্তা কর্মকর্তা স্টলের জন্য প্রয়োজনীয় গেটপাস প্রদান করবেন।

গ. অমর একুশে বইমেলা ২০২১-এ অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের স্বত্বাধিকারীর গেটপাস বিক্রয় ও বিপণন উপবিভাগ থেকে ১০০.০০ (একশত) টাকার বিনিময়ে প্রদান করা হবে।

১০.৫ মেলা প্রাঙ্গণে প্রতিটি এক ইউনিট (৮×৮×৮ সাইজের) স্টলের জন্য ১৩,২০০.০০ + ১৫% ভ্যাট ১,৯৮০.০০ = ১৫,১৮০.০০ (পনেরো হাজার একশত আশি), দুই ইউনিট (১৬×৮×৮ সাইজের) স্টলের জন্য ২৭,৫০০.০০ + ১৫% ভ্যাট ৪,১২৫.০০ = ৩১,৬২৫.০০ (একত্রিশ হাজার ছয়শত পঁচিশ), তিন ইউনিট (২৪×৮×৮ সাইজের) স্টলের জন্য ৫২,০০০.০০ + ১৫% ভ্যাট ৭,৮০০.০০ = ৫৯,৮০০.০০ (ঊনষাট হাজার আটশত), চার ইউনিট (৩২×৮×৮ সাইজের) স্টলের জন্য ৭২,৬০০.০০ + ১৫% ভ্যাট ১০,৮৯০.০০ = ৮৩,৪৯০.০০ (তিরাশি হাজার চারশত নব্বই), প্যাভিলিয়ন (২০×২০×৮ সাইজের)-এর জন্য ১,৩২,০০০.০০ + ১৫% ভ্যাট ১৯,৮০০.০০ = ১,৫১,৮০০.০০ (এক লক্ষ একান্ন হাজার আটশত) ও প্যাভিলিয়ন (২৪×২৪×৮ সাইজের)-এর জন্য ১,৬২,০০০.০০+ ১৫% ভ্যাট ২৪,৩০০.০০=১,৮৬,৩০০.০০ (এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার তিনশত) টাকা ভাড়া হিসেবে প্রদান করতে হবে।

১০.৬ আবেদনপত্রের সঙ্গে আবেদনকারীর সাম্প্রতিক তোলা পাসপোর্ট সাইজের এক কপি সত্যায়িত ছবি প্রদান করতে হবে।

১০.৭ প্রতিটি অংশগ্রহণকারী প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান/সংস্থার বাধ্যতামূলকভাবে অগ্নি-সাইক্লোন বিমা থাকতে হবে।

১০.৮ যেসব আবেদনপত্রের সঙ্গে ভাড়া বাবদ প্রদেয় অর্থের প্রমাণক এবং অঙ্গীকারপত্র সংযুক্ত থাকবে না সেসব আবেদনপত্র জমা নেয়া হবে না।

১০.৯ অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের আবেদনপত্রে নিজস্ব ঠিকানা (হোল্ডিং নম্বর ও অফিস) থাকতে হবে।

১০.১০ স্টলের আবেদনপত্র ৩১শে জানুয়ারি থেকে ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ২০২১ পর্যন্ত অনলাইনে ও সরাসরি একাডেমিতে এসে পূরণ করা যাবে। এই সময়ের পর কোনো আবেদনপত্র জমা নেয়া হবে না। প্রতিদিন সকাল ১০:০০টা থেকে বিকেল ৫:০০টা পর্যন্ত সদস্য-সচিব, অমর একুশে বইমেলা পরিচালনা কমিটি ২০২১, বাংলা একাডেমি, ঢাকা ১০০০-এর অফিস কক্ষে (বিক্রয় ও বিপণন উপবিভাগ) বই জমা নেয়া হবে।

১০.১১ যদি কোনো বরাদ্দপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান বইমেলা উদ্বোধনের দিন পূর্ণাঙ্গভাবে স্টল চালু করতে না-পারে তাহলে তার বরাদ্দ বাতিল হবে এবং অমর একুশে বইমেলায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না। এরূপ ক্ষেত্রে স্টল ভাড়া বাবদ প্রদত্ত অর্থ বাজেয়াপ্ত বলে গণ্য হবে।

১০.১২ প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী বইমেলা ২০২১-এর নীতিমালা ও নিয়মাবলি এবং বাংলা একাডেমি বা বইমেলা পরিচালনা কমিটি কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত মেনে চলবেন—এই মর্মে অঙ্গীকারপত্র প্রদান করবেন।

১১. অংশগ্রহণের যোগ্যতা

১১.১ যেসব পুস্তক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান সর্বমোট ১০০টি অথবা নভেম্বর ২০১৯ থেকে অক্টোবর ২০২০-এর মধ্যে কমপক্ষে ২৫টি (মানসম্মত) এবং নতুন প্রকাশকদের ক্ষেত্রে গত পাঁচ বছরে ৫০টি (তন্মধ্যে ২০টি মানসম্মত) সৃজনশীল সাহিত্য, বিজ্ঞান ও গবেষণাধর্মী বই প্রকাশ করেছে তাদের স্টল বরাদ্দ দেয়া হবে। প্রকাশিত বই বইমেলা পরিচালনা কমিটির বিবেচনায় মানসম্মত হতে হবে।

১১.২ প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স, আয়কর সনদ, লেখকের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তিপত্রের কপি এবং প্রকাশিত বইয়ের কপি জাতীয় আরকাইভস্ ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরে জমা দেয়ার প্রত্যয়নপত্র থাকতে হবে। প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান যে লেখককে রয়্যালিটি প্রদান করে সে-বিষয়ক প্রমাণপত্র জমা দিতে হবে। কোনো প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে রয়্যালিটি প্রদান না করার অভিযোগ উত্থাপিত হলে সেই প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বইমেলা পরিচালনা কমিটি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

১১.৩ মেলায় অংশগ্রহণের যোগ্যতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে 'চিরায়ত গ্রন্থ' বিবেচিত হবে না।

১১.৪ প্রতিটি আবেদনকারী প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান/সংস্থাকে বাধ্যতামূলকভাবে আবেদনপত্রের সঙ্গে অগ্নি-সাইক্লোন বিমার সত্যায়িত ফটোকপি জমা দিতে হবে।

১২. যারা অংশগ্রহণ করতে পারবে না

১২.১ যে প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান ইতোপূর্বে একাডেমির প্রাপ্য অর্থ পরিশোধ করেনি।

১২.২ যে প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান পূর্ববর্তী বছরে মেলায় নির্ধারিত সময়ের মধ্যে স্টল চালু করতে না-পারার কারণে অযোগ্য ঘোষিত হয়েছে।

১২.৩ যে প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান পূর্ববর্তী বছরে মেলা শেষ হওয়ার আগেই মেলা পরিত্যাগ অথবা স্টল বন্ধ করে দেয়ার কারণে মেলায় অংশগ্রহণের অযোগ্য ঘোষিত হয়েছে।

১২.৪ বইমেলা পরিচালনা কমিটির বিবেচনায় যে প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান অমর একুশে বইমেলায় অংশগ্রহণ করার যোগ্য বিবেচিত হবে না।

১২.৫ পূর্ববর্তী বছরে যে প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান নীতিমালা ভঙ্গ করেছে।

১৩. স্টল বরাদ্দ

১৩.১ স্টল বরাদ্দের সময় প্রতিটি আবেদনপত্র বাছাই-যাচাই করে দেখা হবে। যেসব প্রতিষ্ঠান শর্ত পূরণে সক্ষম হয়নি সেসব প্রতিষ্ঠানের আবেদন বিবেচনা করা যাবে না।

১৩.২ যেসব বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানসম্মত গ্রন্থ রয়েছে তাদের স্টল বরাদ্দের বিষয়টি বইমেলা পরিচালনা কমিটি বিবেচনা করতে পারবেন।

১৩.৩ লটারির মাধ্যমে প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের স্টলের স্থান বরাদ্দ করা হবে। এ বিষয়ে বিস্তৃত নিয়মাবলি বইমেলা পরিচালনা কমিটি কর্তৃক স্থির করা হবে।

১৩.৪ একাডেমি প্রাঙ্গণে ৮ই মার্চ ২০২১ বেলা ৩:০০টায় স্থান বরাদ্দের লটারি অনুষ্ঠিত হবে। অমর একুশে বইমেলা পরিচালনা কমিটি লটারি পরিচালনা করবে। অনিবার্য কারণে বাংলা একাডেমি লটারির তারিখ ও সময় পরিবর্তন করতে পারবে।

১৩.৫ ক. লটারির ফলই স্থান বরাদ্দের জন্য চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। লটারিতে প্রাপ্ত স্থানে বরাদ্দপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানকে অবশ্যই স্টল নির্মাণ করতে হবে। বরাদ্দপ্রাপ্ত স্থানে স্টল নির্মাণ না-করলে বরাদ্দ বাতিল-সহ পরিচালনা কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত শাস্তি প্রাপ্য হবে।

খ. লটারির ফল লটারির দিন সন্ধ্যা ৬:০০টায় একাডেমির নোটিশ বোর্ডে টাঙিয়ে দেয়া হবে।

গ. বরাদ্দপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান লটারির পূর্বে স্টল নির্মাণের কোনো সামগ্রী একাডেমি প্রাঙ্গণ ও সংলগ্ন এলাকায় আনতে পারবে না।

১৪. অংশগ্রহণের শর্ত

১৪.১ যে অংশগ্রহণকারীকে যে স্টল বরাদ্দ করা হবে তা কোনো অবস্থাতেই তিনি কাউকে হস্তান্তর করতে পারবেন না বা তাঁর স্টল কারো স্টলের সঙ্গে বিনিময় করতে কিংবা স্টলের নাম পরিবর্তন বা স্টলের নামের সঙ্গে অন্য নাম যোগ করতে পারবেন না। এ-রকম করা হলে সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্টল বরাদ্দ বাতিল করা হবে।

১৪.২ ক. স্টল সাজানোর ব্যয় ও দায়িত্ব বরাদ্দপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান বহন করবে। এজন্য কোনো আর্থিক দায় একাডেমি বা বইমেলা পরিচালনা কমিটি গ্রহণ করবে না।

খ. কোনো অংশগ্রহণকারী তাঁর স্টলের সামনের/পাশের জায়গা দখল করে কোনো কিছু রাখতে/নির্মাণ করতে/প্রদর্শন করতে পারবেন না।

গ. মেলা চলাকালে আকস্মিক কোনো প্রকার দুর্ঘটনা বা অনাকাঙ্ক্ষিত অবস্থার সৃষ্টি হলে তার জন্য মেলা প্রাঙ্গণ ও সংলগ্ন এলাকায়/কোনো স্টলের সামনে সভা-সমাবেশ ও কোনো প্রকার অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয় প্রদর্শন করা যাবে না।

ঘ. প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী তাঁর স্টল বইমেলার উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ও রুচিসম্মতভাবে সাজানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

ঙ. কোনো সহজ দাহ্য পদার্থ–যেমন খড়, শন, গোলপাতা, পাটখড়ি ইত্যাদি দিয়ে স্টল নির্মাণ করা যাবে না। স্টলে কোনো প্রকার কয়েল, ইলেকট্রিক কেটলি, হিটার, চুলা ব্যবহার/জ্বালানো যাবে না।

চ. স্টলে অবশ্যই অগ্নি-নির্বাপণ যন্ত্র রাখতে হবে।

১৪.৩ প্রতিদিন বইমেলা শুরুর নির্ধারিত সময়ের পূর্বে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত সময়ের মধ্যে নির্ধারিত গেট দিয়ে প্রকাশকদের মেলা প্রাঙ্গণে বই আনার ব্যবস্থা করতে হবে। মেলা শুরুর পর কোনোক্রমেই বিক্রির জন্য বই আনা যাবে না। রাত ৯:০০টার পর কোনো স্টল খোলা রাখা যাবে না এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া কোনো স্টলে রাতে লোক রাখা যাবে না। রাত ৯:০০টার মধ্যে অবশ্যই সবাইকে মেলা প্রাঙ্গণ ত্যাগ করতে হবে। রাত ৯:০০টার পর বিনানুমতিতে কোনো ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান মেলা প্রাঙ্গণ থেকে বই বাইরে নিয়ে যেতে বা ভিতরে আনতে পারবে না।

১৪.৪ বইমেলার সময়ের পর অর্থাৎ রাত ৯:০০টায় স্টলের বৈদ্যুতিক সংযোগ বন্ধ করে দেয়া হবে।

১৪.৫ স্টলে বাল্ব ব্যবহারের ক্ষেত্রে সরকারের বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী নীতি অনুসরণ করতে হবে। প্রতি ১ ইউনিটের স্টলে সর্বাধিক ৪টি (প্রতিটি ৪০ ওয়াট করে) এনার্জিসেভার বাল্ব ব্যবহার করতে হবে। ২, ৩, ৪ ইউনিটের স্টল ও প্যাভিলিয়ন আনুপাতিক হারে বর্ধিত পরিমাণের বাল্ব ব্যবহার করতে পারবে। এনার্জিসেভার ছাড়া অন্য কোনো বাল্ব ব্যবহার করা যাবে না। কোনো অবস্থাতেই স্টল/প্যাভিলিয়নে হেলোজেন/সাধারণ বাল্ব বা অন্য ধরনের উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বাল্ব ব্যবহার করা যাবে না।

১৪.৬ স্টল সাজানো এবং স্টল পরিচালনার জন্য অংশগ্রহণকারীরা যেসব বই ও দ্রব্য বইমেলা প্রাঙ্গণে আনবেন, সেগুলো আনা-নেয়া ও মেলা চলাকালে সেগুলোর নিরাপত্তা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব তাঁরাই বহন করবেন।

১৪.৭ স্টলে সংরক্ষিত/প্রদর্শিত বই প্রতিদিন মেলা শেষে নিজ দায়িত্বে নিরাপদে রেখে যেতে হবে। এ ক্ষেত্রে ট্রাঙ্ক/বড়ো সাইজের বাক্স ব্যবহার করা যেতে পারে।

১৪.৮ ক. মেলায় আনীত বই ও আনুষঙ্গিক দ্রব্য মেলা প্রাঙ্গণের বাইরে নেয়ার সময় একাডেমির নিরাপত্তা কর্মকর্তা প্রত্যয়ন করবেন; তবে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে অবশ্যই গেটপাস প্রদর্শন করতে হবে।

খ. গেটপাসের জন্য একাডেমির নিরাপত্তা কর্মকর্তা কর্তৃক সরবরাহকৃত নির্ধারিত ছকপত্রে বাহকের ছবি-সহ আবেদন করতে হবে।

১৪.৯ মেলার প্রস্তুতিপর্বে বা মেলা চলাকালে বা মেলা বন্ধ থাকাকালে বা মেলা শেষে কোনো চুরি বা দুর্ঘটনা বা অগ্নিকাণ্ড বা অন্য কোনো আইনবিরোধী

ঘটনা বা শান্তিভঙ্গ বা বিশৃঙ্খলার জন্য একাডেমি বা বইমেলা পরিচালনা কমিটি দায়ী থাকবে না এবং উপর্যুক্ত কারণে একাডেমি বা বইমেলা পরিচালনা কমিটির কাছ থেকে কোনো ক্ষতিপূরণ চাওয়া যাবে না বা বইমেলা পরিচালনা কমিটির বিরুদ্ধে কোনো মামলা দায়ের করা যাবে না।

১৪.১০ বইমেলার কোনো স্টলে ক্যাসেট বাজানো বা মাইক্রোফোন বা স্পিকার ব্যবহার বা বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করা যাবে না।

১৪.১১ অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান তার স্টল/প্যাভিলিয়নে বাংলা একাডেমি কর্তৃক নির্ধারিত স্পন্সর ব্যতীত অন্য কোনো কোম্পানি/প্রতিষ্ঠানের ব্র্যান্ডিং/কর্মকাণ্ড/প্রদর্শন এবং অন্য কোনো অফার গ্রহণ করতে পারবে না।

১৪.১২ বইমেলার কাজে একাডেমি বা বইমেলা পরিচালনা কমিটি কর্তৃক নিয়োজিত বা একাডেমিতে কর্মরত কোনো ব্যক্তিকে কোনো অংশগ্রহণকারী তাঁর ব্যক্তিগত বা প্রাতিষ্ঠানিক কাজে নিয়োগ করতে পারবেন না বা তাঁকে কোনো অর্থ প্রদান করতে পারবেন না।

১৪.১৩ বইমেলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ ১৪ই এপ্রিল ২০২১-এর আগে কোনো অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান মেলা পরিত্যাগ করতে পারবে না অথবা স্টল বন্ধ করে দিতে পারবে না। যদি কোনো প্রতিষ্ঠান তা করে তাহলে পরবর্তী বছরে বইমেলায় অংশগ্রহণের জন্য ঐ প্রতিষ্ঠানের আবেদন গৃহীত হবে না।

১৪.১৪ অশ্লীল, রুচিগর্হিত, জাতীয় নেতৃবৃন্দের প্রতি কটাক্ষমূলক, ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেয় এমন বা জননিরাপত্তার জন্য বা অন্য যে কোনো কারণে বইমেলার পক্ষে ক্ষতিকর কোনো বই বা কোনো পত্রিকা বা অন্য কোনো দ্রব্য অমর একুশে বইমেলায় বিক্রি, প্রচার ও প্রদর্শন করা যাবে না। একাডেমি বা বইমেলা পরিচালনা কমিটি যদি বইমেলায় কোনো বই, ম্যাগাজিন, লিফলেট বা এ-জাতীয় অন্য কোনো দ্রব্য বিশেষ কারণে বা উদ্ভূত পরিস্থিতিতে প্রচার বা প্রদর্শন বা বিক্রি করা বাঞ্ছনীয় বিবেচনা না করে তাহলে কোনো অংশগ্রহণকারী তা প্রদর্শন বা প্রচার বা বিক্রি করতে পারবেন না। একাডেমি বা বইমেলা পরিচালনা কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এ ধরনের দ্রব্যাদি অংশগ্রহণকারী তাঁর স্টল থেকে সরিয়ে ফেলবেন। এ বিষয়ে একাডেমি বা বইমেলা পরিচালনা কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে এবং এর বিরুদ্ধে কোনো আপত্তি তোলা যাবে না। এ সিদ্ধান্ত কোনো অংশগ্রহণকারী যদি মানতে ব্যর্থ হন তাহলে তাঁর স্টল বরাদ্দ বাতিল হবে, তাঁর জমা দেয়া টাকা ফেরত দেয়া হবে না এবং ভবিষ্যতে তিনি মেলায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।

১৪.১৫ ক. বইমেলায় অমর একুশে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধ ও সামাজিক মূল্যবোধের পরিপন্থি কোনো বই/পত্রিকা/ক্যাসেট/সিডি/ডিভিডি/পোস্টার ইত্যাদি সংরক্ষণ, প্রদর্শন বা বিক্রি করা যাবে না।

খ. ডোরেমন, বারবি, পোকেমন, মি. বিন–এ জাতীয় পাইরেটকৃত বই প্রদর্শন বা বিক্রি করা যাবে না।

১৪.১৬ বইমেলা পরিচালনা কমিটি যে কোনো সময় যে কোনো স্টল পরিদর্শন করতে পারবে এবং কমিটি যদি মনে করে যে, কমিটির সিদ্ধান্ত কোনো অংশগ্রহণকারী মেনে চলছেন না তাহলে কমিটি সে অংশগ্রহণকারীর স্টলের বরাদ্দ বাতিল করে দিতে পারবে এবং তা করা হলে অংশগ্রহণকারীকে বইমেলা পরিচালনা কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অবশ্যই বইমেলা পরিত্যাগ করতে হবে এবং তিনি স্টল ভাড়ার টাকা ফেরত পাবেন না।

১৪.১৭ বইমেলায় কোনো অংশগ্রহণকারী/স্টল মালিক পলিথিনের ব্যাগ ব্যবহার করতে পারবেন না।

১৪.১৮ ক. উদ্ভূত যে কোনো পরিস্থিতির কারণে বইমেলা পরিচালনা কমিটি বইমেলা শেষ হওয়ার পূর্বে অথবা সাময়িকভাবে/স্থায়ীভাবে বইমেলা বন্ধ ঘোষণা করলে স্টল মালিককে এ কারণে একাডেমি কোনো রকম ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে না বা কেউ এ কারণে একাডেমির কাছে কোনো রকম ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবেন না।

খ. বইমেলা শুরুর পর উদ্ভূত যে কোনো পরিস্থিতির কারণে একাডেমি/বইমেলা পরিচালনা কমিটি বইমেলা স্থায়ীভাবে বন্ধ ঘোষণা করলে তার জন্য স্টল মালিককে স্টল ভাড়া বাবদ গৃহীত অর্থ ফেরত দেয়া হবে না।

১৫. লিটলম্যাগ

১৫.১ একাডেমি প্রাঙ্গণের নির্ধারিত স্থানে লিটল ম্যাগাজিনগুলোকে স্টল বরাদ্দ দেয়া হবে। একাডেমির দায়িত্বপ্রাপ্ত একটি কমিটি আগ্রহীদের আবেদনপত্র বাছাই-যাচাই শেষে স্টল বরাদ্দের সুপারিশ করবে।

১৫.২ কোনো নির্দিষ্ট লিটল ম্যাগাজিনের নামে প্রাপ্ত স্টলে কেবল সেই লিটল ম্যাগাজিনই প্রদর্শন ও বিক্রয় করা যাবে। অন্য কোনো লিটল ম্যাগাজিন/পত্রিকা/বই প্রদর্শন ও বিক্রয় করা যাবে না।

১৬. স্টল হস্তান্তর

১৬.১ লটারির পরের দিন সকল অংশগ্রহণকারী তাঁদের স্টলের কাঠামো বুঝে নেবেন।

১৬.২ প্রত্যেক বরাদ্দপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানকে স্টল তৈরি ও সাজানোর কাজ অবশ্যই ১৬ই মার্চ ২০২১ বিকেল ৫:০০টার মধ্যে শেষ করতে হবে এবং ঐ সময়ের মধ্যে অব্যবহৃত নির্মাণসামগ্রী সম্পূর্ণভাবে মেলা প্রাঙ্গণ থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে।

১৬.৩ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যদি কোনো স্টল তৈরি ও সাজানোর কাজ সম্পন্ন না হয়, তাহলে সে স্টলের বরাদ্দ বাতিল হয়ে যাবে এবং এই স্টল নির্মাণের জন্য আনীত নির্মাণসামগ্রী সরিয়ে ফেলা হবে। এ ব্যবস্থা চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে এবং এর বিরুদ্ধে কোনো আপত্তি উত্থাপন করা যাবে না। এভাবে যেসব প্রতিষ্ঠানের বরাদ্দ বাতিল হবে সেসব প্রতিষ্ঠানকে স্টল ভাড়ার টাকা ফেরত দেয়া হবে না।

১৬.৪ ১৬ই মার্চ ২০২১ বেলা ২:০০টায় বইমেলা পরিচালনা কমিটি বইমেলা প্রাঙ্গণ পরিদর্শন করবে। ১৬ই মার্চের পর মেলার সামগ্রিক সৌন্দর্য, বিন্যাস ও নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট কাজ সম্পন্ন হবে।

১৭. বই বিক্রি কমিশন

১৭.১ বাংলা একাডেমি একাডেমি-প্রচলিত কমিশনে বই বিক্রি করবে।

১৭.২ বইমেলায় অংশগ্রহণকারী অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ২৫% কমিশনে বই বিক্রি করবে।

১৮. বইমেলার সুযোগ-সুবিধা

১৮.১ বাংলা একাডেমি কর্তৃক সমগ্র মেলা প্রাঙ্গণে স্পিকারের ব্যবস্থা করা হবে, যাতে প্রয়োজনীয় ঘোষণা প্রচার করা যায়। এছাড়া বইয়ের পরিচিতি প্রচার এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে যন্ত্রসংগীত, নির্বাচিত কণ্ঠসংগীত ও ধারণকৃত সিডি/ডিভিডি বাজানো হবে।

১৮.২ মেলা প্রাঙ্গণে বাংলা একাডেমির নিজস্ব ক্যান্টিন ও একাডেমি কর্তৃক বরাদ্দকৃত খাবারের স্টল থাকবে।

১৮.৩ বইমেলায় প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র থাকবে।

১৮.৪ প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে আলোচনা করে ব্যবস্থা নেয়া হবে। এছাড়া মেলা চলাকালে শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা পর্যবেক্ষণের জন্য বাংলা একাডেমি ও প্রকাশকদের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠিত হবে। কমিটির সদস্যরা পর্যায়ক্রমে উক্ত বিষয়াদি তদারকি করবেন।

১৮.৫ মেলা প্রাঙ্গণে সার্বক্ষণিক দমকল বাহিনী প্রস্তুত থাকবে।

১৮.৬ বইমেলায় সিসি ক্যামেরা থাকবে। মনিটরিং করার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হবে।

১৮.৭ যদি কোনো প্রতিষ্ঠান স্ব-উদ্যোগে প্রয়োজনবোধে অতিরিক্ত নিরাপত্তার স্বার্থে স্টলে সিসি ক্যামেরা ব্যবহার করতে চায় সে ক্ষেত্রে মেলা কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি নিয়ে নিজ ব্যবস্থাপনায় পৃথক বৈদ্যুতিক সংযোগ ব্যবহারের মাধ্যমে তা করতে পারবে।

১৮.৮ বইমেলায় টয়লেটের ব্যবস্থা থাকবে।

১৮.৯ যানবাহন নিয়ন্ত্রণ ও কপিরাইট টাস্কফোর্সকে সহায়তা করার জন্য মেট্রোপলিটন পুলিশকে অনুরোধ জানানো হবে। বইমেলা চলাকালে একাডেমির জরুরি গাড়ি ও অ্যাম্বুলেন্স ছাড়া অন্য কোনো গাড়ি মেলা প্রাঙ্গণে ঢুকতে পারবে না। কোনো সাইকেল, মোটর সাইকেল, রিক্সা বা এ-জাতীয় যানবাহনকে মেলা চলাকালে বইমেলা প্রাঙ্গণে ঢুকতে দেয়া হবে না।

১৮.১০ বইমেলায় দুটি তথ্যকেন্দ্র থাকবে। যেসব প্রকাশক তথ্যকেন্দ্র থেকে তাঁদের প্রকাশিত নতুন বই সম্পর্কে তথ্য প্রচার করতে চাইবেন তাঁদের বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে অবস্থিত তথ্যকেন্দ্র থেকে সরবরাহকৃত 'ফরম' পূরণ করে এক কপি বই-সহ তথ্যকেন্দ্রে দায়িত্বরত কর্মকর্তার কাছে জমা দিতে হবে। এ বিষয়ে একটি মনিটরিং কমিটি গঠন করা হবে।

১৮.১১ ক. নতুন বইয়ের মোড়ক উন্মোচনের জন্য ন্যূনপক্ষে একদিন পূর্বে বইমেলার তথ্যকেন্দ্রে দায়িত্বরত কর্মকর্তাকে অবহিত করে নির্ধারিত ফরম পূরণপূর্বক মোড়ক উন্মোচনের তারিখ ও সময় জেনে নিতে হবে।

খ. প্রতিটি বইয়ের মোড়ক উন্মোচন ফি বাবদ ২০০.০০ (দুইশত) টাকা বাংলা একাডেমির ক্যাশ শাখা/তথ্যকেন্দ্রে জমা দিতে হবে।

গ. একাডেমি কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে সুশৃঙ্খলভাবে নতুন বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করতে হবে। নির্ধারিত স্থান ব্যতীত অন্য কোনো স্থানে মোড়ক উন্মোচন করা যাবে না।

গ. বইমেলায় কাগজ, কাগজের ব্যাগ, চটের থলে, পাটের রশি ইত্যাদি ব্যবহার করা যাবে।

১৯. নতুন বই ও নতুন বইয়ের স্টল

১৯.১ প্রত্যেক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান প্রতিদিন প্রকাশিত নতুন বই নির্ধারিত ফরম পূরণ করে তথ্যকেন্দ্রে জমা প্রদান করবে।

১৯.২ প্রতিদিনের নতুন বই প্রদর্শনের জন্য বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে একটি নতুন বইয়ের স্টল নির্মিত হবে। এই স্টল থেকে বই সম্পর্কিত তথ্য ও কোন স্টলে বইটি বিক্রি হচ্ছে তা জানা যাবে।

২০. মিডিয়া

২০.১ অমর একুশে বইমেলা ২০২১-এর 'মিডিয়া উপকমিটি' গঠন করা হবে।

২০.২ ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া/চ্যানেল মেলা প্রাঙ্গণ থেকে বইমেলার বিভিন্ন অনুষ্ঠান/আয়োজন মিডিয়া উপকমিটির লিখিত অনুমতি নিয়ে সরাসরি সম্প্রচার করতে পারবে।

২০.৩ ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া/চ্যানেল সরাসরি সম্প্রচারের সময় ব্যাকড্রপে নিজস্ব চ্যানেলের নাম ও লোগো প্রদর্শন করতে পারবে।

২০.৪ সরাসরি সম্প্রচারকালে ব্যাকড্রপে কোনো ধরনের স্পন্সর/স্পন্সরের বিজ্ঞাপন/স্পন্সরের লোগো ব্যবহার করা যাবে না।

২১. আমি লেখক বলছি ... মঞ্চ

মেলায় একটি 'আমি লেখক বলছি ...' মঞ্চ থাকবে। এ মঞ্চে প্রতিদিন নতুন বই নিয়ে লেখক-পাঠক-দর্শকের মধ্যে আলোচনা/মতবিনিময়/প্রশ্নোত্তর হবে। একাডেমি নির্ধারিত নীতি অনুযায়ী এই মঞ্চ পরিচালিত হবে।

২২. চিত্তরঞ্জন সাহা স্মৃতি পুরস্কার

২২.১ ২০২০ সালে প্রকাশিত বিষয় ও গুণগত মানসম্মত সর্বাধিক সংখ্যক গ্রন্থ প্রকাশের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানকে 'চিত্তরঞ্জন সাহা স্মৃতি পুরস্কার' প্রদান করা হবে।

২২.২ পুরস্কারের জন্য প্রকাশককে উক্ত সময়ের মধ্যে তাঁর প্রকাশিত এই ধরনের গ্রন্থ ৩১শে মার্চ ২০২১ বিকেল ৪:০০টার মধ্যে বাংলা একাডেমির গবেষণা, সংকলন এবং অভিধান ও বিশ্বকোষ বিভাগের পরিচালকের দপ্তরে (কক্ষ নং ৩০১) জমা দিতে হবে।

২৩. মুনীর চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার

২৩.১ ২০২০ সালে প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্য থেকে শৈল্পিক বিচারে সেরা গ্রন্থের জন্য প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানকে 'মুনীর চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার' (১ম, ২য় ও ৩য়) প্রদান করা হবে।

২৩.২ পুরস্কারের জন্য প্রকাশককে উক্ত সময়ের মধ্যে তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ (বিষয় ও গুণগত মানসম্পন্ন) ৩১শে মার্চ ২০২১ বিকেল ৪:০০টার মধ্যে বাংলা একাডেমির গবেষণা, সংকলন এবং অভিধান ও বিশ্বকোষ বিভাগের পরিচালকের দপ্তরে (কক্ষ নং ৩০১) জমা দিতে হবে।

২৪. রোকনুজ্জামান খান দাদাভাই স্মৃতি পুরস্কার

২৪.১ ২০২০ সালে প্রকাশিত শিশুতোষ গ্রন্থের মধ্য থেকে গুণগতমান বিচারে সর্বাধিক গ্রন্থের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানকে 'রোকনুজ্জামান খান দাদাভাই স্মৃতি পুরস্কার' প্রদান করা হবে।

২৪.২ পুরস্কারের জন্য প্রকাশককে উক্ত সময়ের মধ্যে তাঁর প্রকাশিত শিশুতোষ গ্রন্থ ৩১শে মার্চ ২০২১ বিকেল ৪:০০টার মধ্যে বাংলা একাডেমির গবেষণা, সংকলন এবং অভিধান ও বিশ্বকোষ বিভাগের পরিচালকের দপ্তরে (কক্ষ নং ৩০১) জমা দিতে হবে।

২৫. শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার

২০২১ সালে অমর একুশে বইমেলায় অংশগ্রহণকারী প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের মধ্য থেকে স্টলের নান্দনিক অঙ্গসজ্জায় সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত প্রতিষ্ঠানকে 'শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার' প্রদান করা হবে।

২৬. বই বিক্রির তথ্য

প্রত্যেক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মেলায় মোট কত টাকার বই বিক্রি করেছে সে সম্পর্কিত তথ্যফরম পূরণ করে ১২ই এপ্রিল পরিচালনা কমিটির সদস্য-সচিবের কাছে জমা দিবে।

২৭. ধূমপানমুক্ত মেলা

বইমেলা প্রাঙ্গণ ধূমপানমুক্ত এলাকা হিসেবে বিবেচিত হবে। বইমেলা প্রাঙ্গণ ধূমপানমুক্ত ও পরিবেশ দূষণমুক্ত রাখতে অংশগ্রহণকারী এবং ক্রেতা/দর্শক ও সকলের সার্বিক সহযোগিতা কাম্য। তথ্যকেন্দ্র থেকে এই বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণমূলক ঘোষণা প্রচারিত হবে।

২৮. বিবিধ

২৮.১ অমর একুশে বইমেলা ২০২১-এর 'নীতিমালা বাস্তবায়ন উপকমিটি' গঠন করা হবে। বইমেলা পরিচালনা কমিটির সভাপতি প্রয়োজনে এক বা একাধিক উপকমিটি গঠন করতে পারবেন।

২৮.২ স্পন্সর প্রতিষ্ঠান বইমেলা পরিচালনা কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে স্পন্সর প্রতিষ্ঠানের জন্য স্টল নির্মাণ করবে।

২৮.৩ বইমেলা পরিচালনা কমিটি বা পরিচালনা কমিটির সভাপতি বিশেষ বিবেচনায় রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন, সংবাদ মাধ্যম, নিরাপত্তা বাহিনী, শিক্ষামূলক ও অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানকে স্টল বরাদ্দ দিতে পারবেন।

২৮.৪ বাংলা একাডেমির কোনো কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং একাডেমি পরিচালনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বইমেলায় কোনো স্টল দিতে পারবেন না।

২৮.৫ বইমেলা ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা ও নিরাপত্তার কাজে যাঁরা নিয়োজিত থাকবেন, প্রত্যেক স্টল মালিক/অংশগ্রহণকারী তাঁদের সহযোগিতা করবেন।

২৮.৬ এই নীতিমালায় অনুল্লিখিত যে কোনো বিষয়ে বইমেলা পরিচালনা কমিটি ২০২১ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

২৮.৭ এই নীতিমালা ও নিয়মাবলির কোনো অনুচ্ছেদের কোনো বক্তব্য দ্ব্যর্থবোধক মনে হলে তৎসম্পর্কে বইমেলা পরিচালনা কমিটি ২০২১-এর প্রদত্ত ব্যাখ্যাই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

বাংলা একাডেমি
বাঙালি জাতিসত্তা ও বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষের প্রতীক

ড. জালাল আহমেদ, সদস্য-সচিব, অমর একুশে বইমেলা ২০২১ পরিচালনা কমিটি, বাংলা একাডেমি, ঢাকা ১০০০ কর্তৃক 'নীতিমালা ও নিয়মাবলি (সংশোধিত)' প্রকাশিত। মুদ্রণ : বাংলা একাডেমি প্রেস, বাংলা একাডেমি, ঢাকা ১০০০। ফোন : ৫৮৬১১২৪৫, ৫৮৬১১২৪০
প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারি ২০২১